দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পুলিশ নীরব, অধ্যক্ষ কিছুই জানেন না

রংপুর মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের তাণ্ডব

রংপুর থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ ছাত্রদল ও শিবির সন্ত্রাসীরা রংপুর মেডিক্যাল কলেজের ৩টি ছাত্রাবাসে হামলা চালিয়ে সংখ্যালঘু ও ছাত্রলীগ সমর্থক ৬৫ জন ছাত্রকে পিটিয়ে বের করে দিয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় ২ জন ছাত্রকে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনদিন ধরে চলছে তাদের তাণ্ডব। গতকাল বুধবারও ৩ জন ছাত্রকে বেদম মারধর করে কলেজ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। সংখ্যালঘু ছাত্রদের কলেজ ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকেলে বেশ কয়েকজন ছাত্র রংপুর প্রেসক্লাবে এসে তাদের ওপর নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেন। **রংপুর ঃ** পৃঃ২ কঃ ৫

রংপুর ঃ তাণ্ডব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তারা অভিযোগ করেন, এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষকে জানালেও কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।

ছাত্ররা অভিযোগ করে, ছাত্রদল ও শিবির সন্ত্রাসীরা গত ১৪ই অক্টোবর পিনু ছাত্রাবাসে হামলা চালিয়ে ৪র্থ বর্ষের ছাত্র নজমুল হক লস্কর, অনুপ কুমার দাস ও ওমর ফারুক দু'জনেই ৫ম বর্ষের ছাত্র তাদের গুরুতর আহত করা হয়েছে। অনুপ কুমারকে মারধর করে আহত করা হলেও তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে দেয়া হয়নি। সন্ত্রাসীরা একইভাবে মুক্তা ছাত্রাবাসে হামলা চালিয়ে ৫ম বর্ষের ছাত্র অনুপ কুমার, বরুণ কুমার ও অজয় বর্ধনকে মারধর করে হল থেকে বের করে দিয়েছে। জিয়া ছাত্রাবাসে রনিকে গভীর রাতে মারধর করে বের করে দেয়া হয়েছে।

ছাত্ররা অভিযোগ করেছে ছাত্রদল কলেজ শাখার সভাপতি সুমন, ছাত্রদলের ক্যাডার হাসিব আহসান রবিন, প্রিতম, ফরহাদ, শিবিরের ক্যাডার আমজাদ, মরতুজা, মারুফ, শাওন, সুজন এসব ঘটনার নেতৃত্ব দিচ্ছে। তারা গভীর রাতে ছাত্রাবাসগুলোতে গিয়ে সংখ্যালঘু ছাত্রদের কলেজে আসতে নিষেধ করে দিচ্ছে।

এ ব্যাপারে রংপুর মেডিক্যাল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডা. নাজমুল ইসলামের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন,